প্রথম আলো

তারিখ 09 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

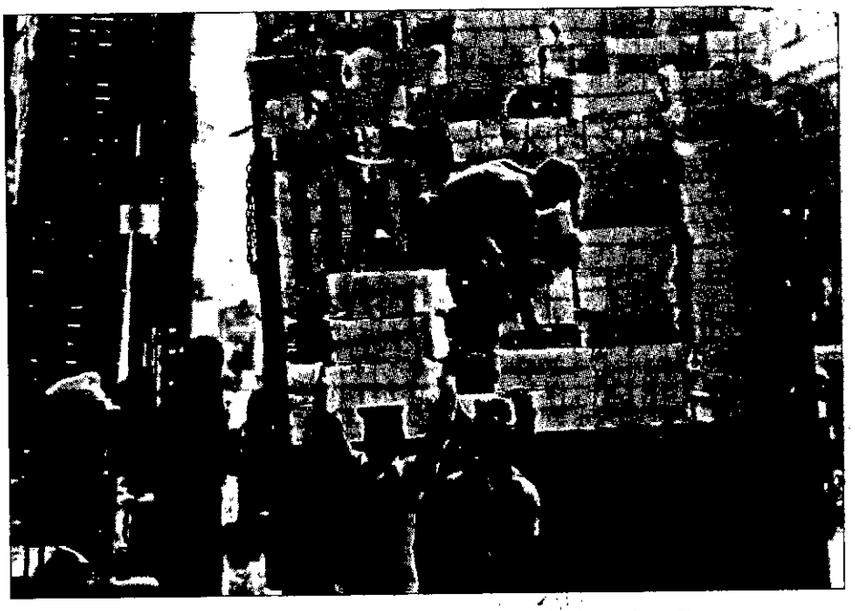

বিভিন্ন স্কুলে আসতে শুরু করেছে ২০১৮ সালের নতুন বই। ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে এসব বই। ৪ ডিসেম্বর ধানমন্ডি গভ. বয়েজ স্কুল প্রাঙ্গণে ● ছবি : প্রথম আলো

পাঠ্যবই ছাপা ও সরবরাহ

শেষ মুহূর্তে কিছু অনিয়ম

মোশতাক আহমেদ ●

- কোথাও আগের বইয়ে স্টিকার পরিবর্তন করে ২০১৮ লেখা
- দুটি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের ছাপার কাজ বাতিল

বই বিদায়ী বছরের, কেবল প্রচ্ছদে ২০১৭ সালের জায়গায় স্টিকার দিয়ে লেখা হয়েছে ২০১৮। আবার কোথাও যে পরিমাণ বই দেওয়ার তথ্য চালানে দেওয়া হয়েছে, গুনে দেখা গেছে সংখ্যায় কম। এনসিটিবির ছাড়পত্র ছাড়াও বই উপজেলায় পাঠানো হচ্ছে। বাঁধাইয়েও আছে সমস্যা।

প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের বিনা মূল্যের পাঠ্যবই ছাপা ও সরবরাহে শেষ মুহূর্তে এ রকম আরও কিছু অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। অনিয়মের কারণে দুটি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের ছাপার আদেশ বাতিল করা হয়েছে। অনিয়মের পেছনে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) একশ্রেণির কর্মকর্তার গাফিলতি থাকার অভিযোগ উঠেছে।

গত রোববার এনসিটিবির এক তদারক সভায় সাতটি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান ঠিকমতো বই দিতে পারবে কি না এবং ছাপা বইয়ের মান যথাযথ হচ্ছে কি না, তা নিয়েও ঝুঁকি দেখছে এনসিটিবি। এই প্রতিষ্ঠানগুলো হলো এনজেল প্রিন্টার্স, পিএ প্রিন্টার্স, ফাইভ স্টার প্রিন্টার্স, ময়না প্রিন্টার্স, সাহারা প্রিন্টার্স, জাতীয় মুদ্রণ ও ক্যাপিটাল প্রিন্টার্স। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিবিড় তদারক করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এবার শুরুতেই 'জোট বেঁধে' বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে ঠেকিয়ে প্রাক্কলিত দরের চেয়ে অনেক কম দর দিয়ে ৩২টি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক স্তরের কাজ নিয়েছে। এ ছাড়া পরিদর্শন প্রতিষ্ঠান দেরিতে নিয়োগসহ আরও কয়েকটি কারণে জটিলতার সৃষ্টি হয়। এখন শেষ মুহূর্তে এসে কিছু অনিয়ম ধরা পড়ছে।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা *প্রথম আলোকে* বলেন, বান্ডিলে কিছু বই কম দেওয়ার তথ্য তাঁরাও পেয়েছেন। অনিয়ম করলে বিল আটকে দেওয়া হবে।

আগামী শিক্ষাবর্ষের (২০১৮) জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রায় ৪ কোটি ৩৭ লাখ ৬ হাজার ৮৯৫ শিক্ষার্থীর জন্য মোট ৩৫ কোটি ৪২ লাখ ৯০ হাজার ১৬২টি বই ছাপা হচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এনসিটিবির একাধিক কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, শেষ মুহূর্তে মুদ্রাকরদের কাছ থেকে ঠিক সময়ে বই আদায় করাই তাঁদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। এই সুযোগে কিছুসংখ্যক মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান অনিয়ম করছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মুহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম লিখিতভাবে এনসিটিবিকে জানিয়েছেন, মডেল প্রিন্টিং ওয়ার্কস নামের একটি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠান তাদের এলাকায় যেসব বই দিয়েছে তার মধ্যে বেশ কিছু ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তকের প্রচ্ছদে স্টিকার দিয়ে ২০১৮ করা হয়েছে। লিখিত অভিযোগে তিনি জানিয়েছেন, গত ২৮ নভেম্বর দেওয়া বইয়ের দুটির বান্ডিলে পুস্তকসংখ্যা ৭০-এর স্থলে ৫০ পাওয়া যায়। আরবি দ্বিতীয় পত্রের মোট ৪০টি বান্ডিলের মধ্যে ১৪টি বান্ডিলে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তকের প্রচ্ছদে স্টিকার দিয়ে ২০১৮ সাল করা হয়েছে। অন্যান্য বইয়ের ক্ষেত্রেও এমন ঘাপলা থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করছে এনসিটিবি। অবশ্য ওই মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক সাহেব আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, ছাপার ভুলের কারণে ৭০০ বইয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়েছে। কিন্তু বইগুলো এ বছরের।

সরকার প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং ও এপেক্স প্রিন্টিং অ্যান্ড কালারের দেওয়া কয়েকটি বিষয়ের বইয়ের বান্ডিলেও কম বই দেওয়ার অভিযোগ করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। জানতে চাইলে ওই শিক্ষা কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, সমস্যা হওয়ার আশঙ্কায় বিষয়টি তিনি এনসিটিবিকে জানিয়েছেন।

এনসিটিবির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, পিএ প্রিন্টার্স নামের একটি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠান ২ লাখ বই এনসিটিবির অনুমোদন ছাড়াই মাঠপর্যায়ে পাঠিয়ে দিয়েছে, যা তারা করতে পারে না। এ কারণে ওই প্রতিষ্ঠানের সব বই ছাপার কাজ বাতিল করা হয়েছে। আর সময়মতো চুক্তি না করে শর্তভঙ্গ করায় আল মদিনা নামে আরেকটি মুদ্রণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রায় আড়াই লাখ কপি ছাপার কাজ বাতিল করা হয়েছে।